

নড়াইল জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা সংকট

নড়াইল, ১৫ জুলাই (সংবাদদাতা)।— যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য দেশের ভবিষ্যৎ সেখানে দেখা দিয়েছে নানা সংকট ও বিশৃংখলা। ফলে শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে, লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলায় ২শ' ৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয় ঘরের জরাজীর্ণ অবস্থা, আসবাবপত্রের তীব্র সংকট ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেই হারে বিদ্যালয় বা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় সমস্যা আরও তীব্রতর হচ্ছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, জেলার প্রায় ৭৫ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্দশাগ্রস্ত। এসব বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে পানি পড়ে। কোন কোন বিদ্যালয় গৃহের উপরে কোন ছাউনিই নেই ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের রোজ বৃষ্টি মাথায় করে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে।

এ ছাড়াও জেলার সরকারী বিদ্যালয়গুলোতেও চরম দুরবস্থা বিরাজ করছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ বোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব দীর্ঘদিন বিরাজ করছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যে সব বিদ্যালয়ে নলকূপ আছে তার অধিকাংশই বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়াও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সময়মত অনুপস্থিতিও একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিদিন ৪/৫ জন শিক্ষকের স্থলে ২/৩ জন ক্লাস নিচ্ছেন। অনেকের বাড়ী কাছে থাকায় ব্যক্তিগত কাজ সেরে ইচ্ছানুযায়ী ক্লাসে উপস্থিত হয়ে কোনরকমে ক্লাস নিয়ে আবার ব্যক্তিগত কাজের পিছনে ছোটেন।

বর্তমানে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। বেশীরভাগ বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের দানের উপরে নির্ভরশীল। কোন কোন বিদ্যালয় দেড় যুগেরও বেশী সময় ধরে সরকারীকরণের আশায় পরিচালিত হয়ে আসছে।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক খাতে বরাদ্দকৃত টাকা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে কাজ করানোর ফলে কাজ তেমন হয় না। অধিকাংশ সময়ে টাকাগুলো আত্মসাৎ করে অন্যভাবে খরচ দেখানো হয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।